সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯০
WEEKLY BOOKLET-190

মাহে রমযান ও আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মাহে রমযান ও আমীরে আহলে সুন্নাত

জানশিনে আত্তারের দোয়াঃ হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "**মাহে রমযান ও আমীরে আহলে সুন্নাত**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আশিকে রমযানের সদকায় রমযানুল মুবারকের সত্যিকার গুরুত্ব প্রদানকারী বানিয়ে রমযানের ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করো এবং রমযানুল মুবারককে তার জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমার উপলক্ষ্য বানাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করলো না, সে জান্নাতের রাস্তা ছেড়ে দিলো।

(মু'জাম কবীর, ৩/১২৮, হাদীস ২৮৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যুবকদের ইতিকাফ

১৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৯ সালের কথা, "নূর মসজিদ" কাগজী বাজার, করাচীতে ২৯ বছরের ইমাম সাহেব

www.dawateislami.net

জীবনে প্রথমবার রমযানুল মুবারকের শেষ দশকের "ইতিকাফ" করলো। মসজিদে ইমাম সাহেব ব্যতীত আর কোন ইতিকাফকারী ছিলো না। রাতে বন্ধু বান্ধবরা আসলে তখন আলোকিত থাকতো, সাধারনত সকালে ইমাম সাহেব মসজিদে একাই থাকতেন, যেহেতু দান খয়রাতকারী মেমন কমিউনিটির এলাকা ছিলো, ভিক্ষুকদের ডাক ও মাদরাসার জন্য চাঁদা সংগ্রহকারীদের মাইকের ঘোষনার কারণে আরামের ব্যাঘাত ঘটতো, লাগাতার বিশ্রামহীনতার কারণে ইমাম সাহেবের জ্বর এসে গেলো, এমন অবস্থা হয়ে গেলো যে, ইমাম সাহেব অতিষ্ট হয়ে ঘরে চলে যেতে চাইলেন এবং ইতিকাফ ভঙ্গ করে দিতে চাইলেন, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** রহমত এমনভাবে হলো যে, হযরত মাওলানা ক্বারী মুসলেহ উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করলেন, প্রশান্তি অনুভব করলেন এবং ইমাম সাহেব তার দশদিনের ইতিকাফ সম্পন্ন করে নিলেন। ইমাম সাহেবের মনে রমযানুল মুবারকের ভালবাসা ও ভক্তি পূর্ব থেকেই ছিলো, অতঃপর আরো বরকত অর্জন করলেন এবং পরবর্তি বছর আবারো ইতিকাফ করার শুধু মানসিকতা তৈরী হলো না, বরং অন্যদেরও নিজের সাথে ইতিকাফ করানোর জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন, অতএব ইমাম সাহেবের প্রচেষ্টায় দুইজন আশিকানে রাসূল

www.dawateislami.net

ইতিকাফের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, ইমাম সাহেব তো ইতিকাফের স্বাদ পেয়ে গেলেন, তিনি আরো ইসলামী ভাইদেরকে ইতিকাফ করার জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন, **"আল্লাহ পাক** কারো পরিশ্রম বিফল করেন না" অবশেষ ১৪০১ হিজরী ১৯৮১ সালে সেই মসজিদে প্রায় ২৮ জন যুবক ইতিকাফের জন্য এসে গেলো এবং সাড়া পরে গেলো, ইমাম সাহেবের এই মহান কৃতিত্ব প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো যে, নূর মসজিদে ২৮ জন যুবক দশদিনের ইতিকাফ করছে, অথচ এর পূর্বের অবস্থা এমন ছিলো যে, মসজিদে সাধারনত দু'একজন বৃদ্ধ লোক ইতিকাফ করতো বরং কোথাও কোথাও তো এক আধ জন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অনুরোধ করে করে ইতিকাফে বসানো হতো এবং বিভিন্ন ঘর থেকে সেহেরী ও ইফতারীতে খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে দেয়া হতো, নিঃসন্দেহে এরূপ পরিস্থিতিতে ২৮ জন আশিকানে রাসূল এবং তাও যুবকদের একটি মসজিদে ইতিকাফের জন্য জড়ো হয়ে যাওয়া অনেক বড় কৃতিত্ব ছিলো, ইমাম সাহেব খুবই ভদ্র, একনিষ্ঠ, ইবাদত গুজার, দ্বীন ইসলামের জন্য কুরবানির প্রেরণা পোষণকারী **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দা ছিলো, যার লাগাতার নেকীর দাওয়াতে দুনিয়া জুড়ে ইতিকাফের সাড়া পড়ে গেছে।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, আগস্ট ২০১৭ ইং, ৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন, সেই নেককার, আশিকে রমযান, ইমাম সাহেব কে ছিলেন? তিনি ছিলেন শরীয়াত ও তরীকতের অনুসারী, সৎচরিত্রবান ও সদাচরনকারী আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। **আল্লাহ রাব্বুল আলামি**নের রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসলক কা তু ইমাম হে ইলইয়াস কাদেরী
তাদবীর তেরী তা'ম কে ইলইয়াস কাদেরী
তানহা চলা তু সাথ তেরে হো গেয়া জাহাঁ
মিঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কাদেরী
সুন্নাত কি খুশবুঁ সে যামানা মেহেক উঠা
ফয়যান তেরা আ'ম হে ইলইয়াস কাদেরী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসের প্রতি কুরবান হয়ে যান, ইতিকাফ তো রমযানুল মুবারকের শুধুমাত্র একটি ইবাদত, অন্যথায় সম্পূর্ণ রমযানুল মুবারক ইবাদত, রহমত, বরকতের সমষ্টি, **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় শেষ নবীর উম্মতের প্রতি এটা অনেক বড় দয়া যে, তিনি রমযান মাসের ন্যায়

www.dawateislami.net

মহান "মেহমান" দান করেছেন। রমযানুল মুবারকের গুরুত্বের জন্য তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই একটি বাণীই যথেষ্ট যে, যদি মানুষ জানতো, রমযান কি, তবে আমার উম্মত আকাঙ্ক্ষা করতো যে, হায়! সারা বছর যদি রমযানই হতো। (ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯০, হাদীস ১৮৮৬)

হার ঘড়ী রহমত ভরী হে হার তরফ হে বরকতেঁ
মাহে রমযান রহমতোঁ অউর বরকতোঁ কি কান হে

হে আশিকানে রমযান! রমযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে কি বলবো! এর তো প্রতিটি মুহূর্ত রহমতে ভরপুর, রমযানুল মুবারকে প্রতিটি নেকীর সাওয়াব ৭০গুণ বা এরচেয়েও বেশি। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৩৭) নফলের সাওয়াব ফরযের সমান আর ফরযের সাওয়াব ৭০গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়, আরশ উত্তোলনকারী ফিরিশতা রোযাদারের দোয়ায় আমিন বলে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী অনুযায়ী "রমযানের রোযাদারের জন্য মাছেরা ইফতার পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৫৫, হাদীস ৬)

নসীব তেরে করম সে চমক উঠা ইয়া রব
জাহাঁ মে ফির মাসে রমযান আ'গেয়া ইয়া রব!
হে লাখ লাখ তেরা শোকর ফির দিয়া রমযান
করম সে যওকে ইবাদত ভি হো আতা ইয়া রব!

www.dawateislami.net

ইতিকাফ পুরাতন ইবাদত

হে আশিকানে রমযান! পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝেও ইতিকাফের ইবাদত বিদ্যমান ছিলো। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

(পারা ১, বাকারা, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, 'আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য'।

দু'টি হজ্ব ও দু'টি ওমরার সাওয়াব

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রমযানুল মুবারকে দশদিনের ইতিকাফ করলো, সে এমন, যেনো দু'টি হজ্ব ও দু'টি ওমরা সম্পন্ন করলো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪২৫, হাদীস ২৯৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকে রমযানের মহান দ্বীনি কাজ

হে আশিকানে রমযান! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ১৪০১ হিজরীর ইতিকাফের পর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর**

www.dawateislami.net

যাত্রা শুরু হয়ে গেলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী** এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন দয়ার দৃষ্টি রয়েছে যে, যখন থেকেই এই মাদানী সংগঠন শুরু হয়েছে, সেইদিন থেকে আজ ১৪৪২ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ৪১ বছর হয়ে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীনি কাজে কখনোই পিছু হটেনি বরং সর্বদা কদম সামনে অগ্রসর হয়েই যাচ্ছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম মাদানী মারকায **"জামে মসজিদ গুলযারে হাবীব করাচী"**তে রমযানুল মুবারকের শেষ দশকের **"সম্মিলিত ইতিকাফ"** এর ধারাবাহিকতা শুরু হয়, যাতে প্রায় ৬০জন আশিকানে রাসূল ইতিকাফ করেছে।

হে আশিকানে রমযান! হতে পারে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আজ থেকে প্রায় ৪১ বছর পূর্বে শুধুমাত্র একটি মসজিদে ২৮জন আশিকানে রাসূলের সম্মিলিত ইতিকাফ করেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন তা বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০১৯ সালে শুধু মুরশিদের দেশে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে শেষ দশকে এবং সম্পূর্ণ রমযান মাসের ইতিকাফ প্রায় ৫ হাজার ৬৫০টি স্থানে হয়েছে, যাতে প্রায় এক লক্ষ ৪২ হাজার ৯৭৪জন আশিকানে

www.dawateislami.net

রাসূল ইতিকাফ করেছেন, ইতিকাফ থেকেই মাদানী কাফেলা এবং বিভিন্ন মাদানী কোর্সের জন্য প্রস্তুত হওয়া সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা তো আলাদাই। **আল্লাহ পাক** আমীরে আহলে সুন্নাতের এই দোয়া কবুল করে নিয়েছেন:

আতা হো দা'ওয়াতে ইসলামী কো কবুলে আ'ম
এসে শুরুর ও ফিতন সে সদা বাচা ইয়া রব!

রমযানুল মুবারক কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ প্রবাদ হলো: হীরার (Diamond) গুরুত্ব মণিমুক্তা ব্যবসায়ীই জানে। যদি অবুঝ শিশু বা হীরা জহরত সম্পর্কে না জানা ব্যক্তি কোথাও হীরা পেয়ে গেলে তবে সে তা একটি সুন্দর পাথর মনে করে তা দ্বারা মনে আনন্দ তো লাভ করবে কিন্তু সে জানেনা যে, এই ছোট্ট হীরাটি কিরূপ দামী, অনুরূপভাবে আমাদের মতো মূর্খরা সত্যিকার অর্থে রমযানুল মুবারকের ফয়যান সম্পর্কে অনবহিত। কেননা যদি আমরা জানতাম যে, এটি রহমত, বরকত এবং মাগফিরাতের মাস নিজের মাঝে কিরূপ ফযীলত জড়ো করে আছে, তবে আমরা এর দিনরাত অনেক গুরুত্ব দিতাম, খুবই খুশি উদযাপন করতাম এবং ফরযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামায, কোরআনে করীমের তিলাওয়াত এবং ইতিকাফ ইত্যাদি দ্বারা **আল্লাহ পাকের** মেহমানের প্রতি

www.dawateislami.net

সম্মান প্রদর্শন করতাম, কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা তো রমযানুল মুবারকেও প্রায় সাধারন দিনের ন্যায়ই থাকে, না ইবাদতের আগ্রহ, না তিলাওয়াতের মনোভাব, না অধিক হারে নেকী করার প্রতি আগ্রহ, না নিজের মাগফিরাত করানোর চিন্তা, আমরা উদাসীনরা তো প্রবল অলসতায় রমযান অতিবাহিত করে দিই, কিন্তু যারা **আল্লাহ** ওয়ালা, তাঁদের সারা জীবন **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে অতিবাহিত হতো আর রমযানুল মুবারকে তো তাঁরা নিজের ইবাদতকে আরো বাড়িয়ে দিতেন, **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে আমীরে আহলে সুন্নাতও **আল্লাহ পাকের** মকবুল ও নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত।

আমীরে আহলে সুন্নাত ও রমযান

এমনিতে তো আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতিটি মুহুর্ত **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য মূলক কাজেই অতিবাহিত হয়, কিন্তু রমযানুল মুবারকে তো এতবেশি ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহ বেড়ে যায় যে, কি আর বলবো! প্রায় ৭০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরও তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন সম্পূর্ণ ২০ রাকাত তারাবীহ দাঁড়িয়ে আদায় করেন। (আহ! বিগত প্রায় দুই বছর ধরে হাঁটুর ব্যথার কারণে মুফতী

www.dawateislami.net

সাহেব ও ডাক্তারের পরামর্শে বসে নামায আদায় করেন।) শুধু তারাবীহ নয় বরং দূর্বলতা ও বয়স বৃদ্ধির পরও ইশরাক, চাশত, আওয়াবিন ইত্যাদিও আদায় করে থাকেন এবং প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা ইলমে দ্বীন শিখানো, নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রেরণায় দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্বলিত **"মাদানী মুযাকারা"** করে থাকেন, যাতে নামায, অযু, গোসল, রোযা, যাকাত, কুরবানি, সামাজিক, ব্যবসায়ীক, ঘরোয়া এবং অন্যান্য শরয়ী মাসআলা বর্ণনা করে থাকেন। রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন আসর ও তারাবীর পর দু'টি মাদানী মুযাকারা হয়ে থাকে।

৯ বার মুস্তফার যিয়ারত (মাদানী বাহার)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দার সহচর্যে বসা, তাঁদের বাণী শুনা এবং এর উপর আমল করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, সৌভাগ্যবান ঐসকল আশিকানে রাসূল, যারা আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারায় উপস্থিত হয়ে থাকে এবং মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জন করে থাকে, মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের তো অসংখ্য বরকত রয়েছে এবং মাদানী মুযাকারা অসংখ্য মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, এব্যাপারে একটি মাদানী বাহার শুনুন ও আন্দোলিত হোন!

www.dawateislami.net

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী বোন আমীরে আহলে সুন্নাতের নামে চিঠি পাঠিয়েছে, যাতে লেখা ছিলো যে, সে পূর্বে বদ মাযহাবীতে এমনভাবে জমে ছিলো যে, কেউ তাকে নাড়াতে পারতো না, সে পীরি মুরিদীরও প্রবল বিরোধী ছিলো, তার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তি ছিলো, ঘরে মাদানী চ্যানেল দেখার সময় আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা এবং বয়ান সমূহে সে তার আপত্তি ও প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে লাগলো, তার এমন মনে হচ্ছিলো যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে জানেন, তার বক্তব্য হলো: যে প্রশ্ন তার মনে সৃষ্টি হতো, আমীরে আহলে সুন্নাত কিছু দিনের মধ্যেই মাদানী চ্যানেলে এর উত্তর প্রদান করে দিতেন। ফলে মাদানী চ্যানেল দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলো এবং ধীরে ধীরে সে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** এর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারার বরকত প্রকাশ হতেই সে মাদানী বোরকা পরিধান করা শুরু করে দিলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলো, **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহে তার ফয়যানে শরীয়াত কোর্সের মুয়াল্লিমা (টিচার) এবং এলাকায় ডিভিশন মুশাওয়ারাতের

www.dawateislami.net

নিগরান হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে এত কিছু পেলো যা বর্ণনার অতীত, সে শপথ করে বর্ণনা করতে গিয়ে বললো; তার স্বপ্নে ৯বার **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হয়েছে, যার মধ্যে দুইবার এভাবে **দীদারে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলো যে, যুগের অলী, আমীরে আহলে সুন্নাত **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত এবং **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি খুবই খুশি দেখাচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ঈমান সতেজকারী দৃশ্য দেখে তার আকীদা দৃঢ় হয়ে গেলো যে, সত্য মসলক হলো আহলে সুন্নাত, মসলকে আলা হযরতই সঠিক। **আল্লাহ পাকের** রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খওফে খোদা ও ইশকে মুস্তফা ইলম ও আমল ইসলাহে মুয়াশরা
ফিকহে শরীয়াত ও তরীকত কা হে মাজমুয়া মাদানী মুযাকারা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের শান

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: রমযান 'رَمْضٌ' থেকে উদ্ধৃত এর অর্থ হলো

www.dawateislami.net

গরম, যেহেতু চুল্লী ময়লা লোহাকে পরিস্কার করে এবং পরিস্কার লোহাকে যন্ত্রাংশ বানিয়ে মূল্যবান করে দেয় আর স্বর্ণকে প্রিয়তমের পরিধানের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়, তেমনি রোযা গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করায়, নেককার লোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়ে দেয় এবং **আল্লাহ**র নৈকট্যবানদের আরো নৈকট্য করে দেয়, তাই একে "**রমযান**" বলা হয়, তাছাড়া এটি **আল্লাহ**র রহমত, ভালবাসা, জামানত, নিরাপত্তা এবং নূর নিয়ে আসে, তাই একে "রমযান" বলা হয়। মনে রাখবেন! এই পাঁচটি নেয়ামত নিয়ে আসে এবং পাঁচটিই হলো ইবাদত: রোযা, তারাবীহ, ইতিকাফ, শবে কদরে ইবাদত এবং কোরআন তিলাওয়াত। এই মাসে কোরআনে করীম অবতীর্ণ হয় এবং এই মাসের নাম কোরআন শরীফে নেয়া হয়েছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৩৩)

তুঝ পে সদকে জাওঁ রমযাঁ! তু আজিমুশ শান হে
তুঝ মে নাযিল হক তায়ালা নে কিয়া কোরআন হে

তিনটি খুশির উপলক্ষ্য

রমযানুল মুবারকের সত্যিকার আশিক, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি খুশির তিনটি উপলক্ষ্য রয়েছে: (১) রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম ১২দিন, বিশেষকরে ঈদে মিলাদুন্নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের দিন (২) মদীনার হাজিরী এবং (৩) রমযানুল মুবারকের আগমন।

(মাদানী মুযাকারা, শাওয়াল ১৪৩৫ হিঃ, মাদানী ফুল নম্বর ১০)

সারা পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন

হে আশিকানে রমযান! সৌভাগ্যবান মুসলমানরা **আল্লাহ পাকের** মেহমান রমযান মাসকে খুবই সম্মান করে থাকে, এই মুবারক মাসের আগমনে সারা পৃথিবীর রঙই অনন্য হয়ে যায়, মসজিদ নামাযীতে পূর্ণ হয়ে যায়, আশিকানে রমযান সংযম সহকারে রোযা পালন করে, সেহেরী ও ইফতারের সময় এমন মনমুগ্ধকর পরিবেশ হয়ে থাকে যে, যার বর্ণনা করা যাবে না, যেনো পৃথিবীর নকশাই পরিবর্তন হয়ে যায়, শিশুরাও এই মাসের আগমনে খুশি হয়ে থাকে আর খুশিই বা হবে না, কেননা এই মুবারক মাসে **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদের প্রতি নিজের আপন দয়া ও অনুগ্রহের এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, প্রতিদিন লাখো লাখ গুনাহগারকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেন, আফসোস! শতকোটি আফসোস! আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাতের ন্যায় আমরাও যদি রমযান মাসের সত্যিকার গুরুত্ব প্রদানকারী হয়ে যেতাম, আমরা উদাসীনরাও যেনো **আল্লাহ পাকের** প্রিয় মেহমানের ভালভাবে সম্ভাষণ জানাই

www.dawateislami.net

এবং এতে নেকী করি আর আফসোস! যদি রমযান মাস আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যায়। আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত **আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের** দরবারে আরয করেন:

মে রহমত, মাগফিরাত, দোযখ সে আ'যাদী কা সায়িল হোঁ
মাহে রমযান কে সদকে মে ফরমা দেয় করম মওলা

আমীরে আহলে সুন্নাতের রমযানের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ পাকের** ঐসকল নেক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত, যিনি এক দু'জন নয়, হাজারো নয় বরং লাখো মুসলমানকে শুধু রমযানুল মুবারক মাসের আদব ও সম্মান করার বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিখাননি বরং সত্যিকার অর্থে এই বরকতময় মাসের ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি বলেন: আমি রমযান মাসকে খুবই ভালবাসী, কেননা এটি **আল্লাহ পাকের** ঐ মেহমান, যার প্রতিটি মুহূর্ত রহমতে পূর্ণ, এতে গুনাহগারদের ক্ষমা হয়ে থাকে, আমি সারা বছরই মুবারক মাসের অপেক্ষা করে থাকি, যখন কারো নাম **"রমযান"** শুনি, তখন আমার খুবই ভাল লাগে, রজবুল মুরাজজবের আগমন হলে তখন আমার মাঝে

www.dawateislami.net

একটি খুশির আবহ বিরাজ করে যে, রজব শরীফ এসে গেছে, যেনো রমযানুল মুবারকের মেইন দরজা খুলে গেছে, এবার রমযান মাস এসেই গেলো। তিনি বলেন: আমার রজবুল মুরাজ্জব, শা'বানুল মুয়াযযম এবং রমযানুল মুবারক মাস খুবই ভাল লাগে, কেননা এতে অধিকহারে রোযা রাখা হয়। আশিকে মাহে রমযানের রমযানুল মুবারকের প্রতি ভালবাসার অবস্থা তো দেখুন যে, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রায় সারা বছর এই দোয়া করতে থাকেন: اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ بِصِحَّةٍ وَّعَافِيَةٍ. অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক**! আমাকে রমযানের সাথে সুস্থ্যতা ও নিরাপত্তার সহিত মিলিত করো। অতএব আমাদেরও উচিৎ যে, এই দোয়া পাঠ করতে থাকা।

ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব! হামে তু বখশ দেয়
নেকীউঁ কা আপনে পাল্লে কুছ নেহী সামান হে
কাশ! আ'তে সাল হো আত্তার কো রমযা নসীব
ইয়া নবী! মিঠে মদীনে মে বড়া আরমান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাহে রমযানের সম্ভাষন

হে আশিকানে রমযান! ২৪ শা'বানুল মুয়াযযম ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ আগষ্ট ২০১০ সালে আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় একটি অনন্য বিষয়ে বয়ান করেন, যার নাম ছিলো: **"রমযানের সম্ভাষণ"**। এই সুন্নাতে ভরা বয়ানে আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত রমযানুল মুবারকের শুভাগমনের পূর্বে হাজারো আশিকানে রাসূলের মাঝে রমযানুল মুবারকের ফযীলত বর্ণনা করে এরূপ দোয়া প্রার্থনা করেন: **হে আল্লাহ পাক! তোমাকে তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোহাই, আমাকে রমযানুল মুবারকের আগমন পর্যন্ত সুস্থ ও নিরাপত্তার সহিত জীবিত রাখো এবং আমাকে রমযান মাস থেকে বঞ্চিত করো না, কেননা আমি রমযান মাসকে খুবই পছন্দ করি, আমার তো এখন থেকেই এমন মনে হচ্ছে যে, এটি ফিরে গেলে তখন আমাদের কি হবে? আমরা এখন থেকেই নিয়্যত করছি যে, রমযানুল মুবারকের সকল রোযা রাখবো, সব তারাবীহ পড়বো, প্রত্যেক নামায জামাআত সহকারে পড়বো اِنْ شَآءَ الله। হে **আল্লাহ পাক**! রমযানুল মুবারকের প্রথম রাত আগমন করছে, আমি গুনাহগারের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করো। যত আশিকানে রাসূল আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা জড়ো হয়েছে তাদের সকল প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করো, মাদানী চ্যানেলের সকল দর্শকের প্রতিও দয়ার দৃষ্টি দান করো। হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে রমযান মাসের

www.dawateislami.net

গুরুত্ব প্রদানকারী বানিয়ে দাও। রমযানুল মুবারকের আগমনের পূর্বেই আমাদেরকে নেককার করে দাও আর এমন নেককার করে দাও যে, আমরা যেনো কবরেও নেককার হিসাবে যাই। আমাদের সমস্ত খারাপ দিক, গুনাহের আবর্জনা যেনো ধুয়ে যায় এবং আমার পরিস্কার পরিছন্ন পবিত্র হয়ে রমযানুল মুবারকের চাঁদ দেখতে সফল হয়ে যাই।

রমযান মাসের নতূন চাঁদ

হে আশিকানে রাসূল! আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত রমযানূল মুবারক মাসের চাঁদ দেখার জন্য নিজে তাশরীফ নিয়ে যান, হাতে মাদানী পতাকা উড়িয়ে, উদ্বিগ্ন অন্তরে প্রচন্ড অস্থির দৃষ্টিতে রমযানের নতূন চাঁদ খুঁজে থাকেন, যখনই **"রমযানের নতূন চাঁদ"** দেখা গেছে বলে অবহিত হন তখন আত্মহারা অবস্থায় অনেক সময় খুশির অশ্রু মুবারক চোখ থেকে প্রবাহিত হতে থাকে, অতঃপর এই হৃদয়কাড়া পরিবেশে **"রমযানের আগমন মারহাবা"** শ্লোগান লাগানো হয়। একবার আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর এক সুন্নাতে ভরা বয়ানে বলেন: আমি রমযান মাসের এতই আশিক যে, রমযানুল মুবারকের প্রথম রাতের চাঁদের প্রতি এতই আকর্ষণ হয় যে, ইচ্ছা করে তা নিয়ে মনের মাঝে ঢুকিয়ে নিই এবং রমযান মাসের সাথে

www.dawateislami.net

এমনভাবে জড়িয়ে যাই যে, এতে আর ফিরে যেতে না দিই বা গেলে আমাকেও সাথে নিয়ে যাক। (রমযান মাসকে আটকানো এবং এর সাথে যাওয়ার শব্দে রমযানুল মুবারকের প্রতি প্রচন্ড ভালবাসা প্রকাশ পায়।)

মাহে রমযান কি আমদ মারহাবা মাহে সিয়াম কি আমদ মারহাবা
শহরে রহমান কি আমদ মারহাবা মাহে গুফরান কি আমদ মারহাবা

রমযানের আগমন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত আশিকানে রাসূলকে রমযানুল মুবারকের আগমনের মুবারকবাদ দিয়ে থাকেন এবং খুশিতে উপহার ইত্যাদিও প্রদান করে থাকেন, ১৪৩৯ হিজরীর রমযানুল মুবারকের প্রথম রাতে (First Night) অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত আশিকানে রমযানকে এভাবে মুবারকবাদ দেন: সকল আশিকানে রমযানকে রমযান মাসের আগমন মুবারক হোক, সকল আশিকানে রমযানকে রমযান মাসের আগমন মুবারক হোক, সকল আশিকানে রমযানকে রমযান মাসের আগমন মুবারক হোক। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যেই সোনালী মুহূর্তের অপেক্ষা ছিলো, **আল্লাহ পাক** তা আমাদেরকে দান করে দিলেন, আমরা তাঁর যতই কৃতজ্ঞতা আদায় করি না কেন তা কম, **আল্লাহ পাক** আমাদের রমযান মাসের গুরুত্ব

www.dawateislami.net

নসীব করুক এবং আমাদেরকে ইবাদতের তৌফিক দান করুক। (মাদানী মুযাকারা, ১ম রমযান, ১৪৩৯ হিঃ)

ইলাহী আশরায়ে রহমত কি হো গেয়ি আ'মদ
হামে ভি ভিক দেয় রহমত কি ইয়া খোদা ইয়া রব
করম সে আশরায়ে রহমত কো পা'লিয়া হাম নে
তু বখশ আশরায়ে রহমত কা ওয়াসতা ইয়া রব
তুফেল আশরায়ে রহমত হো সাথ ঈমাঁ কে
তেরে হাবীব কে জলওউ মে খাতেমা ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের মুবারকবাদ দেয়া সুন্নাত

রমযানুল মুবারক আগমনের মুবারকবাদ দেয়া হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ কোরআনের মুফাসসীর, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ: اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ অর্থাৎ "রমযান মাস এসে গেছে, যা খুবই বরকতময়" এর আলোকে **মিরাতুল মানাজিহ**তে বলেন: বরকতের অর্থ হলো বসে যাওয়া, জমে যাওয়া। তাই উটের আস্তাবলকে **মুবারাকু ইবিল** বলা হয় যে, সেখানে উট বসে বাধা হয়। এবার ঐ অধিক কল্যাণ যা এসে চলে যায় না তাকে বরকত বলা হয়, যেহেতু রমযান মাসে অনুভব করার বরকতও রয়েছে এবং অদৃশ্য বরকতও, তাই এই মাসের নাম

www.dawateislami.net

"মুবারক মাস"ও। রমযানে কুদরতিভাবে মুমিনের রিযিকে বরকত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব ৭০গুণ বা এরচেয়েও বেশি বৃদ্ধি পায়। এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, রমযানুল মুবারক মাসের আগমনে খুশি হওয়া, একে অপরকে মুবারকবাদ দেয়া সুন্নাত (দ্বারা প্রমাণিত)।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৩৭)

আবরে রহমত ছা গেয়া হে অউর সামা হে নূর নূর
ফযলে রব সে মাগফিরাত কা হো গেয়া সামান হে

রমযানুল মুবারকের প্রথম রাতে আমীরে আহলে সুন্নাতের মুবারক চেহারায় খুশির অবস্থাও অনন্য হয়ে থাকে, নতূন বা ভাল পোষাকের ব্যবস্থা এবং সেহেরী ও ইফতারে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে দোয়ার মজা, ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার বাল্যকাল থেকেই রমযানুল মুবারক মাসে খুবই ভাল লাগতো। আমি রোযা এবং রমযানকে খুবই ভালবাসি, রমযানুল মুবারকে আমার মাঝে একটি বিশেষ অবস্থা বিরাজ করে, যা সারা বছর থাকে না, এই কারণে যে, রমযানুল মুবারক নেকী সম্পাদনকারী এবং জান্নাতে গমনকারীদের মৌসুম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযে (ফয়যানে মদীনা) সেহেরী ও ইফতারের সময় হওয়া দোয়ার স্বাদ অনুভব করি।

www.dawateislami.net

আ'গেয়া রমযাঁ ইবাদত পর কমর আব বাঁন্ধ লো
ফয়েয লে লো জলদ ইয়ে দিন তিস কা মেহমান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে আযমের জশনে বিলাদত (শুভ জন্মদিন)

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ, পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পহেলা রমযানুল মুবারক সোমবার সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ায় শুভাগমন করেন, তখন তাঁর ঠোঁট ধীরে ধীরে নড়ছিলো এবং **আল্লাহ আল্লাহ** আওয়াজ আসছিলো। (আল হাকায়িকু ফিল হাকায়িক, ১৩৯ পৃষ্ঠা) যেদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মগ্রহণ (Birth) করেন সেদিন জীলান শরীফে এগারো শত (১১০০) শিশুর জন্ম হয়, তাঁরা সবাই ছেলে ছিলো এবং সবাই **আল্লাহ**র অলী হন। (তাফরীহুল খাতির, ৫৮ পৃষ্ঠা) গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্ম হতেই রোযা রেখেছিলেন এবং যখন সূর্য অস্ত যেতো তখন মায়ের দুধ পান করতেন। সম্পূর্ণ রমযানুল মুবারক তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমনই করতে থাকেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত গাউসে পাকের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

পয়দা হোতে হি রাখে রমযাঁ মে রোযে, দিন মে দুধ
কা না এক কতরা পিয়া ইয়া গাউসে আযম দস্তগীর

রমযানুল মুবারকের চাঁদরাত

১৪৩২ হিজরী ২০১১ সালে রমযানুল মুবারকের প্রথম রাতে (First Night) হওয়া মাদানী মুযাকারায় আশিকে মাহে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় পুরো রমযান মাসের ইতিকাফকারী সৌভাগ্যবান অসংখ্য আশিকানে রাসূলের মাঝে কিছু এভাবে খুশি প্রকাশ করেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ রমযানুল মুবারক মাসের চাঁদরাত, কত সুন্দর রাত, যেনো চারিদিকে নূর বর্ষন হচ্ছে, **আল্লাহ পাক** রমযানুল মুবারকের ভালবাসার দাগ আমাদের অন্তরে সদা অক্ষুন্ন রাখো এবং এই দাগ কবরে প্রদীপ হিসাবে আমাদের সাথে যেনো থাকে আর তা দ্বারা কবরের অন্ধকার যেনো দূর হয়ে যায়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযানুল মুবারকের আগমনে সকল মুসলমান খুশি হয়ে থাকে, এর কারণে পুরো পৃথিবীর ইসলামী দেশ সমূহে মুসলমানদের জীবন প্রণালী পরিবর্তন হয়ে যায়, অমুসলিম দেশের মুসলমানদের এলাকা, মহল্লার ধরন পরিবর্তন হয়ে যায়, রমযানুল মুবারক সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমানের অবস্থা পরিবর্তন করে দেয়, তাদেরকে নামায এবং তারাবীতে

www.dawateislami.net

দাঁড় করিয়ে দেয়, লাখো মুসলমানকে ইতিকাফের আদলে মসজিদে বসিয়ে দেয়, রমযানুল মুবারকে যা কিছু রয়েছে তা এর চেয়ে ভিন্ন হতেই পারে না, রমযানুল মুবারক অসংখ্য রহমত ও বরকত ছড়িয়ে থাকে।

একবার তিনি রমযানুল মুবারকের প্রথম রাতে বলেন: আমি আজকের সম্পূর্ণ তারাবীহ আদায় করার পর **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছি যে, হে **আল্লাহ পাক**! তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ তারাবীহ পড়ার তৌফিক দিয়েছো। অতঃপর তারাবীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ কিছুটা এভাবে করেন: **আল্লাহর** শপথ! তারাবীহ রমযানুল মুবারকের অনেক বড় উপহার, এভাবে বুঝে নিন যে, তারাবীহ জান্নাতের যাওয়ার জন্য আমাদের **"গেইট পাশ"**, কেননা এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সম্ভব হলে আপনারাও তারাবীহ পড়ার পর **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিন যে, হে **আল্লাহ পাক**! তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ তারাবীহ পড়ার তৌফিক দান করেছো।

তাবারীর সুন্নাত

হে আশিকানে রমযান! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযানুল মুবারকে আমরা যে অসংখ্য নেয়ামত পেয়ে থাকি, তার মধ্যে

www.dawateislami.net

"তারাবীর সুন্নাত"ও রয়েছে এবং সুন্নাতের মহত্ব সম্পর্কে কি বলবো! **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাত, ১/৯৭, হাদীস ১৭৫) তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং এতে কমপক্ষে একবার কোরআন খতম করাও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (দুররে মুখতার, ২/৫৯৬-৬০১)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাটির পেয়ালা দাঁড়ি রাখিয়ে দিলো (মাদানী বাহার)

মুর্শিদের শহরে বসবাসকারী এক যুবক, ফ্যাশনেবল ছিলো, তার প্রতিদিন একটি সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিলো এবং গানবাজনার এত সৌখিন ছিলো যে, বিছানায় তার সাথে ছোট্ট একটি টেপ রেকর্ডার নিয়ে গান শুনতে শুনতে ঘুমাতো এবং সকালে ঘুম থেকে উঠেই সাথেসাথে গান শুনা শুরু করে দিতো, খেলাধুলার আগ্রহী এবং এতই বাকপটু ছিলো যে, ভাল ভাল বাকপটুরাও তার উপস্থিত উত্তরে হার মেনে নিতো, তাছাড়া নেককার লোকদের সহচর্য থেকে দূরত্বের কারণে

নামায ইত্যাদি থেকেও বঞ্চিত ছিলো, মূর্খ ও খারাপ বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া এবং হোটেলে খাবারের প্রতিযোগিতা করা তার জীবনের অংশ ছিলো। সেই যুবকের জীবনের ফ্যাশন ও খারাপ সহচর্য থেকে বাআমল নেক আশিকানে রাসূলের প্রতি ইউটার্ন এভাবে হলো যে, কেউ তাকে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ান **"জাহান্নাম কে তাবাকারিয়া"** শুনার জন্য দিলো, বয়ান শুনে সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো, গুনাহ থেকে পাক্কা তাওবা করলো। ১৪১১ হিজরীতে গুলযারে হাবীবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়ার সম্মিলিত ইতিকাফের জন্য কেউ মানসিক ভাবে প্রস্তুত করলো, যেহেতু জীবনে কখনো ইতিকাফ করেনি তাই হঠাৎ দশদিনের ইতিকাফের কথা শুনে হতবাক হলো, তাছাড়া নফস এটাও কুমন্ত্রণা দিলো যে, এতে তো নাইট ক্রিকেট ম্যাচও তো চলে যাবে, কিন্তু **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় ভাগ্যের নক্ষত্র প্রজ্জলিত হলো এবং অবশেষে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলো। সেই যুবকের বন্ধুরা যখন তাদের সাথীর ইতিকাফের কথা জানতে পারলো তখন তারা তাদের বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করতে এলো, সে তার বন্ধুদের অবাধ্যতা

www.dawateislami.net

সম্পর্কে ভালভাবে জানতো, অতএব ঠাট্টা করে এক বন্ধু তাকে বললো: "এই বেচারা মাওলানাদের তো ছাড়!" অর্থাৎ তুমি সবাইকে বোকা বানাও, এই নেককার লোকদের বোকা বানিও না! কিন্তু সেই বন্ধুরা এটা জানতো না যে, সে এখন আর সেই পূর্বেকার মর্ডান যুবক নেই বরং তার উপর তো মাদানী রঙ ছড়িয়ে পড়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাতও সেখানে ইতিকাফ করেছিলেন। ইতিকাফের সময় একদিন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাটির একটি পেয়ালায় পানি পান করলে, অনেক ইতিকাফকারী **আল্লাহ পাকে**র মকবুল বান্দা, অলীয়ে কামিল আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্পর্কের বরকত অর্জনের জন্য সেই পেয়ালা নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেলো, এই যুবকও সেই পোয়ালার আকাঙ্ক্ষী সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। অতঃপর এই ঘোষণা হলো যে, এই পেয়ালা সেই পাবে, যে নিজের চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাঁড়ি শরীফ সাজানোর নিয়্যত করে নিবে। একথা শুনতেই পূর্বের সেই মর্ডান যুবক লাফিয়ে উঠলো এবং এই নিয়্যত করলো যে, এখন থেকে যদি আমার গর্দান কাটা যায় তবে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামে কাল নয় আজই কেটে যাক কিন্তু اِنْ شَآءَ الله দাঁড়ি কাটতে দিবো না এবং আমীরে আহলে সুন্নাতে دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ব্যবহার করা পেয়ালা

www.dawateislami.net

সংগ্রহ করে নিলো আর অলীয়ে কামিলের তাবাররুকের বরকত এমনভাবে প্রকাশ পেলো যে, সে পূর্বের মর্ডান যুবক শুধু দাঁড়ি শরীফ সাজানোর সৌভাগ্য অর্জন করতে সফল হয়নি বরং অন্যান্য সুন্নাতের উপর আমলকারীও হয়ে গেলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**রই হয়ে গেলো, সেই যুবকের নাম হলো "হাজি মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী"। **আল্লাহ পাকে**র রহমত এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টি ও নিজের মুর্শিদে কামিলের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের কারণে সে উন্নতি করতে করতে এখন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার নিগরান হয়ে গেছে। **আল্লাহ পাকের** রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কেউ খুবই সুন্দর বলেছেন:

নিগাহে অলী মে ওহ তাসির দেখি
বদলতি হাজারোঁ কি তাকদীর দেখি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রোজগারে বরকতের অযীফা

পহেলা রমযানুল মুবারকে মাগরীবের নামাযের পর যে ব্যক্তি ২১বার সূরা কদর (اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ) পাঠ করবে তবে তার রিযিকে এমন বরকত হবে, যেমন উঁচু জায়গা থেকে পানি নিচের দিতে তীব্রগতিতে আসে, তেমনিভাবে তার দিকে ধন সম্পদ তীব্রগতিতে আসবে এবং এভাবে তার অভাব দূর হবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

রমযানুল মুবারকার গুরুত্ব দিন

হে আশিকানে রাসূল! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিমানের উচিৎ, দুনিয়ায় যতদিন থাকার তত দুনিয়ার এবং যতদিন আখিরাতে থাকার তত আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়া, আমাদের সকলের উচিৎ, রমযানুল মুবারকের দিনে নিজের ইবাদত বাড়িয়ে দেয়া বরং যে পারবে সে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে পুরো রমযানের জন্য ইতিকাফে বসে যাওয়া, আমরা সারা বছর তো টাকা উপার্জন করি, কেনইবা এই মাসের মর্যাদা ও সম্মানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়ার সম্মিলিত ইতিকাফে আশিকানে রাসূলের সাথে অংশগ্রহণ করে নেকী অর্জন করবো না এবং নিজের কবর ও

www.dawateislami.net

আখিরাতকে সজ্জিত করার চেষ্টা করবো না, জীবনের কি ভরষা যে, আবারো রমযানুল মুবারকের এই বসন্ত নসীব হবে নাকি হবে না? কেননা রমযানুল মুবারক মাস তো পরবর্তি বছরও আগমন করবে, আমরা জানি না যে, আমরা দুনিয়ায় থাকবো কি না, নিয়্যত করে নিন যে, **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে আমরা রমযানুল মুবারক মাসের কোন মুহূর্তও উদাসিনতায় অতিবাহিত করবো না। আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: হায়! যদি রমযান মাসের চাঁদ আমরা এই অবস্থায় দেখি যে, আমরা ফয়যানে মদীনায় অবস্থান করছি আর হায়! যদি পুরো রমযান মাস আমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদেই পড়ে থাকি, কেননা রমযানুল মুবারকের মজা তো **আল্লাহ**র ঘর "মসজিদে"ই পাবো, বাজারে তো আর পাবো না। যে মসজিদের রমযানের মজা নিয়ে যাবে তবে সে এমন মিষ্ট হয়ে যাবে যে, اِنْ شَآءَ الله কবরেও মিষ্টতা নিয়ে যাবে। **(বয়ান, ইস্তিকবালে রমযান)**

ভাইয়ুঁ বেহনোঁ! করো সব নেকীউঁ পর নেকীয়াঁ
পড় গেয়ী দোযখ পে তালে কয়েদ মে শয়তান হে
ভাইয়ুঁ বেহনোঁ! গুনাহোঁ সে সভী তাওবা করো
খুলদ কে দর খুল গেয়ে হে দাখেলা আ'সান হে
রোযাদারোঁ! ঝুম যাও কিউঁকে দীদারে খোদা
খুলদ মে হোগা তুমহেঁ ইয়ে ওয়াদায়ে রহমান হে

www.dawateislami.net

দো জাহাঁ কি নেয়মতেঁ মিলতি হে রোযাদার কো
জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া না'দান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়যানে রমযান কিতাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রমযানের প্রতি অতুলনীয় ভালবাসার অবস্থা তো দেখুন যে, তিনি রমযানুল মুবারকের ফযীলত ও মাসআলা সম্বলিত প্রায় সাড়ে পাঁচশত (৫৫০) পৃষ্ঠার একটি কিতাব **"ফয়যানে রমযান"** নামে লিখা হয়েছে, যা জগদ্বীখ্যাত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর একটি অধ্যায়। এই কিতাবটি পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য শরয়ী মাসআলার পাশাপাশি আপনি আপনার অন্তরে রমযানুল মুবারকের ভালবাসা বৃদ্ধি হওয়া অনুভব করবেন, কেননা এই কিতাব রচয়িতার অন্তরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযে ফয়যানে রমযান

আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে তবে পুরো রমযান মাস **আল্লাহ পাকের** ঘরে অতিবাহিত করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীর রমযানুল মুবারকের রঙই অনন্য হয়ে থাকে, সর্বদা রহমতের রিমঝিম বর্ষন হয়ে থাকে। কেননা হাজারো আশিকানে রাসূল

www.dawateislami.net

বিভিন্ন শহর, গ্রাম ও দেশ থেকে শুধু আশিকে মাহে রমযানের সাথে রমযানুল মুবারকের বরকতময় মুহূর্ত অতিবাহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযে চলে আসে।

আশিকে রমযানের আজিমুশ্শান ইতিকাফ

প্রিয় রমযানের প্রিয় আশিকরা! আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাতের ফয়েয ও বরকত এবং একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মিলিত ইতিকাফ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি হয়ে চলছে, শেষ দশকের ইতিকাফ তো নিঃসন্দেহে আপনারা শুনেছেন হয়তো কিন্তু কোথাও হাজারো আশিকানে রাসূল পুরো রমযান মাসের ইতিকাফের জন্য সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন, এরূপ উদাহরণ সম্ভবত আপনি কোথাও পাবেন না, এই আজিমুশ্শান দ্বীনি কাজের মুকুট আশিকে রমযানের মাথায় রয়েছে, যিনি একজন নয়, দু'জন নয়, একশ জন নয় বরং হাজারো আশিকানে রাসূলকে পুরো রমযান মাস **আল্লাহ পাকে**র ঘরে বসার মানসিকতা দিয়ে **আল্লাহ পাকে**র ঘরকে আবাদ করে দিয়েছেন।

পুরো মাসের ইতিকাফ

জান্নাতী সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: একবার **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রমযানের

www.dawateislami.net

প্রথম তারিখ থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত ইতিকাফ করার পর ইরশাদ করেন: আমি শবে কদরের সন্ধানের জন্য রমযানের প্রথম দশকের ইতিকাফ করেছি অতঃপর দ্বিতীয় দশকের ইতিকাফ করেছি অতঃপর আমাকে বলা হলো যে, শবে কদর শেষ দশকে রয়েছে অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চাও করে নাও।

(মুসলিম, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৬৯)

ইতিকাফকারী যেনো নামাযীর ন্যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের জীবনে একবার তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে পুরো রমযানুল মুবারক মাসের ইতিকাফ করে নেয়া উচিৎ। এমনিতেই মসজিদে পড়ে থাকা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর ইতিকাফকারীর তো কথাই নেই যে, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে অবসর করে মসজিদেই পরে থাকে। **ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে** রয়েছে: ইতিকাফের ফযীলত একেবারেই সুস্পষ্ট, কেননা এতে বান্দা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে মশগুল করে দেয় এবং দুনিয়ার ঐসকল কাজ থেকে দূরে হয়ে যায়, যা **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে আর ইতিকাফকারীর

www.dawateislami.net

সম্পূর্ণ সময় আসলে নামাযেই অতিবাহিত হয়। (কেননা নামাযের অপেক্ষা করাও নামাযের ন্যায় সাওয়াবের হয়ে থাকে) এবং ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হলো জামাআত সহকারে নামাযের অপেক্ষা করা ও ইতিকাফকারীগণ তাঁদের (ফিরিশতাদের) সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে যাঁরা **আল্লাহ পাকে**র আদেশের অবাধ্যতা করে না এবং যাই তাঁরা আদেশ পায় তাই পালন করে থাকে। আর তাঁদের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, যারা রাতদিন **আল্লাহ পাকে**র পবিত্রতা র্বণনা করতে থাকে ও এতে বিরক্তি প্রকাশ করে না। **(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১/২১২)**

১৪৪০ হিজরী ২০১৯ সালের রমযানুল মুবারকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মাযকায ফয়যানে মদীনায় বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত আশিকানে রমযানের ঈমান সতেজকারী অভিমত

(১) বেলুচিস্তান প্রদেশ থেকে আগত একজন সরকারী চাকুরীজীবি "তাজ মুহাম্মদ" সাহেবের অভিমত হলো: আমি এই কারণেই আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে ইতিকাফ করার জন্য এসেছি, এখানে একটি সুন্দর সিস্টেম বানানো আছে, গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে।

(২) করাচীর এলাকা শাহ ফয়সাল কলোনীর এক আশিকে রাসূলের অভিমত হলো: দুই বছর পূর্বে নিজের

www.dawateislami.net

এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়া ইতিকাফে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আমি এত মজা পেয়েছি যে, আমি নিয়্যত করে নিয়েছি, আগামী বছর বিশদিনের ইতিকাফ করবো এবং এই বছর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি পুরো রমযান মাসের ইতিকাফের জন্য আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় উপস্থিত হয়েছি।

(৩) সিন্ধু প্রদেশের বদিন এলাকার এক আশিকে রাসূলের বর্ণনা হলো: আমি আর্মির শিক্ষক, আমি এখানে পূর্বেও দু'বার ইতিকাফে উপস্থিত হয়েছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়া ইতিকাফে অনেক কিছু শিখতে পারি, তাছাড়া আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত এখানে নিজেও বিদ্যমান থাকেন।

(৪) পাঞ্জাব প্রদেশের শাহওয়াল শহরের এক সৌভাগ্যবান আশিকে রমযানের অভিমত হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে হওয়া সম্মিলিত ইতিকাফে পনেরবার ইতিকাফ করেছি, এখানে আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাত স্বয়ং ইতিকাফ করে থাকেন, তাঁর প্রতি ভালবাসা এখানে টেনে নিয়ে আসে, اِنْ شَآءَ الله তাঁর বরকত অর্জন করবো, জীবনের ভরসা নেই কমপক্ষে একবার তো আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে ইতিকাফ করা উচিৎ।

www.dawateislami.net

(৫) খায়বার পাক্তুন খাঁ প্রদেশের বিভিন্ন শহর (সাওয়াত, চার সিদ্ধা, মারদান, শাঙ্গলা, দেইর ইত্যাদি) থেকে আশিকানে রাসূলের একটি পুরো বাস রমযান মাসের ইতিকাফ করার জন্য আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় উপস্থিত হয়েছে, এরমধ্যে সাওয়াতের এক উকিল সাহেব জানালো: আমি আশিকে রমযান আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে পুরো রমযান অতিবাহিত করার জন্য এসেছি এবং নিয়্যত করেছি; এখানে অবস্থান করে পরিপূর্ণ বরকত অর্জন করবো। **আল্লাহ পাক** আমাকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

(৬) করাচী ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত এক এমএসসি পেট্রোলিয়ামের শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ রমযান মাসের ইতিকাফের জন্য উপস্থিত হয়েছে, তার অভিমত হলো যে, আমার আম্মাজান মাদানী চ্যানেল খুবই আগ্রহভরে দেখে থাকে, আমি ব্যবসাও করি, রমযানুল মুবারকে আমাদের উপার্জনের মৌসুম হয়ে থাকে, আমি নিয়্যত করেছি, ব্যস! আমি এই মাসে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করবো।

(৭) প্রাইভেট স্কুলের এক টিচার কিছুটা এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন, রমযানুল মুবারকে আন্তর্জাতিক মাদানী মুযাকারার সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য দেখে এমন মনে হয় যেনো "মদীনা"য় রয়েছি। (মাদানী মুযাকারা, ১ম রমযান ইশার পর)

www.dawateislami.net

রহমতে লুটনে কে লিয়ে আও তুম
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
সুন্নাতে সিখনে কে লিয়ে আও তুম
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
اِنْ شَآءَ الله হার কাম হোগা ভালা
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মান ভি যাও আত্তার কি ইলতিজা
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়যানে রমযান ও মাদানী চ্যানেল

হে আশিকানে রমযান! দুনিয়া জুড়ে কোরআন ও সুন্নাতের সঠিক বার্তা ঘরে ঘরে প্রসারকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইলেক্ট্রনিক মুবাল্লিগ "মাদানী চ্যানেল"ও রমযানুল মুবারকের আগমনে মানুষের সংশোধনের প্রচুর উপলক্ষ্য তৈরী করে থাকে, শতভাগ শরয়ীত অনুযায়ী পরিচালিত মাদানী চ্যানেল বিগত কয়েক বছরে রমযানুল মুবারকে ট্রান্সমিশন প্রায় ২০ ঘন্টা লাইভ অনইয়ার (Live On Air) করে আসছে, যা ঘর, দোকান, ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ও বিদেশে বসবাসকারী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের ফয়যানে রযমান দ্বারা সমৃদ্ধ করছে। সম্ভবত এটি দুনিয়ার প্রথম এমন চ্যানেল যা রমযানুল মুবারকে এত দীর্ঘ ট্রান্সমিশন লাইভ করে থাকে।

www.dawateislami.net

মাদানী চ্যানেল কে লিয়ে জু সাথ দেয় আত্তার কা
উস পে হো রহমত খোদা কি অউর করম সরকার কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিত ইতিকাফের বরকত

হে আশিকানে রমযান! বছরে পর বছর ধরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে দেশ বিদেশে রমযানুল মুবারক মাসের বরকত অর্জনের জন্য সম্মিলিত ইতিকাফ হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার সম্মিলিত ইতিকাফের কথাই আলাদা, কেননা এতে ইসলামী দুনিয়ার মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব আমীরে আহলে সুন্নাত হাজারো ইতিকাফকারীর সাথে ইতিকাফ করে থাকেন, ফয়যানে মদীনার সম্মিলিত ইতিকাফের মনোরম দৃশ্য দেখার জন্য রমযানুল মুবারকে ফয়যানে মদীনায় আগমন করুন এবং নিজের অন্তরকে শীতল করুন, যদি আসতে না পারেন তবে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে এই ইতিকাফের দৃশ্য দেখুন, اِنْ شَآءَ الله আপনাদের ঈমান সতেজ হয়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সম্মিলিত ইতিকাফে পরকালিন সৌভাগ্য অর্জনের পাশাপাশি অসংখ্য আশিকানে রাসূলের ইহকালিন উদ্দেশ্যও পূরণ হয়ে যায়, এখানে প্রার্থনা করা দোয়ার বরকতে কোন বেকার হালাল রিযিক উপার্জনের রোজগার পেয়ে গেছে, তো

www.dawateislami.net

কোন অসুস্থ্য সুস্থ হয়ে গেছে, কোন নিঃসন্তান পুত্র সন্তানের নেয়ামত পেয়ে গেছে তো কোন পেরেশানগ্রস্থের পেরেশানি দূর হয়ে গেছে। একটি খবুই ঈমান সতেজকারী মাদানী বাহার পর্যবেক্ষন করুন:

পক্ষঘাতগ্রস্থের সাথেসাথেই আরোগ্য লাভ

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিজরীর সম্মিলিত ইতিকাফে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় প্রায় ৩১০০জন ইতিকাফকারী ছিলো, এর মধ্যে চাকওয়াল জেলার (পাঞ্জাব প্রদেশ) ৭৭ বছর বয়স্ক হাফিয মুহাম্মদ ইশরাফ সাহেবও ইতিকাফকারী হয়ে ছিলেন। হাফিয সাহেবের হাত এবং মুখ পক্ষঘাতগ্রস্থ ছিলো এবং শ্রবণশক্তিও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি খুবই সরল বিশ্বাসী ছিলেন। তখন ইতিকাফ চলাকালিন সেহেরী ও ইফতারে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন আশিকানে রাসূলের নিকট গিয়ে হালকায় খাবার খাওয়ার একটি সিস্টেম চলতো। যেদিন হাফিয সাহেবের হালকার পালা ছিলো তখন তিনি ইফতারের খাবারে প্রবল সুধারনায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে খেলো এবং ফুঁকও দেয়ালো। তার সুধারনা কাজ দেখালো, **আল্লাহ**র দয়ায় জোশ এসে গেলো এবং **আল্লাহ পাক** তাকে সাথেসাথে

www.dawateislami.net

আরোগ্য দান করে দিলেন। তিনি খুবই আশ্চার্য ছিলেন, তিনি হাজারো ইসলামী ভাইয়ের উপস্থিতিতে ফয়যানে মদীনার স্টেজে উঠে নিজের এই ভক্তি ও ভালবাসার ঘটনা শুনালেন, তখন পরিবেশ **"আল্লাহ আল্লাহ"** যিকিরে গুঞ্জন করে উঠলো। তখন অনেক খবরের কাগজে এই সুন্দর খবরটি প্রকাশিত হয়। **আল্লাহ পাকের** রহমত আমীরে আহলে সুন্নাতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিমার! না মাইউস হো তু হুসনে একিন রাখ
দম জা কে করা লে কিসি বিমারে নবী সে

মুমিনের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে

বর্ণিত আছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুমিনের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। **(আল ফিকহিয়াতুল কুবরা, ৪/৫২)**

ফরয রোযা রাখার উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারক মাসের আগমনে যেমনি আশিকানে রাসূলের খুশির অন্ত থাকে না, তেমনি অনেক দূর্ভাগা এমনও রয়েছে, যারা এই মুবারক মাসেও নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচায় না এবং এত রহমতপূর্ণ

www.dawateislami.net

মাসে নেকীর পথে চলে না এবং ফরয নামায ও রোযার ব্যাপারে উদাসীনতা করে থাকে বরং অনেক দূর্ভাগা তো এতই ঘৃণ্য কাজ করে থাকে, যাদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমানের সামনে রমযানুল মুবারকের দিনগুলোতে খাবার খেতে দেখা যায়, মনে রাখবেন! রমযানুল মুবারকের একটি ফরয রোযা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কাযা করা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ আর এতে আরো নির্লজ্জতা হলো যে, প্রকাশ্যে গুনাহের ঘোষনা, তাওবা তাওবা!! সত্য অন্তরে নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন এবং এই মানসিকতা বানিয়ে নিন, আমি রমযানুল মুবারক মাসের সকল রোযা রাখবো, সকল নামায জামাআত সহকারে আদায় করবো বরং নফল নামাযও আদায় করে সাওয়াব অর্জন করবো।

আশিকে মাহে রযমান, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রমযানুল মুবারকে হওয়া মাদানী মুযাকারায় যেভাবে বিভিন্ন শরয়ী ও সামাজিক সমস্যার সমাধান বর্ণনা করে থাকেন, তেমনি আমীরে আহলে সুন্নাত মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানো এবং রমযানুল মুবারকের ফয়যান পেতে রোযা রাখারও উৎসাহ প্রদান করে থাকেন, একটি মাদানী মুযাকারা হাজারো আশিকানে রাসূলকে তিনি বলেন:

www.dawateislami.net

বেআমলীর যুগ চলছে, এমন সংবাদও শুনেছি যে, এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে রমানুল মুবারকে দিনের বেলার পরিবেশ এমন থাকে যে, যেনো রমযানুল মুবারক নয়, লোকেরা প্রকাশ্যে খাওয়া দাওয়া করছে, প্রত্যেক ইসলামী ভাই এটা নিয়্যত করে নিন যে, আমি রমযানুল মুবারকের সকল রোযা রাখবো এবং কমপক্ষে একজন এমন মুসলমান যে রোযা রাখে না, তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে, তাকে বুঝিয়ে রোযা রাখার জন্য প্রস্তুত করবো, اِنْ شَآءَ الله এতেও অসংখ্য উপকারীতা লাভ হবে। (মাদানী মুযাকারা, ১ম রযমান, ইশার পর)

রোযা রাখাও কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুল উঠা হে চার সু জলদ আ'মদে রমযান হে
খিল উঠে মুরঝায়ে দিল তাজা হুয়া ঈমান হে

আল মউত ২৭ শা'বানুল মুয়াযযম, ১৪৩১ হিঃ

www.dawateislami.net

۷۸۶
۹۲

الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الک واصحبک یا حبیب اللہ

سگِ مدینہ محمد الیاس عطار
ابو بلال قادری رضوی

فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী عُفِیَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল রুকনে শূরা, কাবীনা ও ডিভিশন পর্যায়ের যিম্মাদারদের খেদমতে রমযানুল মুবারক মাসের ভালবাসা পূর্ণ সালাম।

আল্লাহ পাক আপনাদের দ্বীনি কাজে মদীনার ১২টি চাঁদ লাগিয়ে দিক এবং আপনাদেরকে ও সকলের সদকায় আমি গুনাহগারকেও বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযান শরীফে দুনিয়ার বুকে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, তাদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবে অন্তর উদ্বিগ্ন, এর একটি বড় কারণ হলো আপনাদের বড় একটি অংশের ইতিকাফে বসার পরিবর্তে মসজিদ মসজিদে ঘুরে, ইতিকাফকারীদের নিজেদের সাক্ষাত দিয়ে মনকে মানিয়ে নেয়া। করজোরে মাদানী অনুরোধ হলো, আপনারা সবাই সম্ভব হলে ৩০ দিনের বা প্রবল অপারগতা অবস্থায় ১০ দিনের ইতিকাফ নিজ নিজ মাদানী মারকাযে করুন আর সারা বছর সক্রিয় থাকুন এবং যোগ্য মুবাল্লিগদের ইতিকাফের নিয়্যত করাতে থাকুন। উল্লেখিত সকল যিম্মাদারগণ "বিশেষ বন্ধুদের" সাথে সময় অতিবাহিত করার পরিবর্তে ইতিকাফের হালকার সাথে থাকলেই اِنْ شَآءَ اللّٰه "দ্বীনি কাজে" মদীনার ১২ চাঁদ লেগে যাবে। اَلسَّلَامُ مَعَ الْاِکْرَام

آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کہ دن تیس کا مہمان ہے

صلوا علی الحبیب! صلی اللہ علی محمد

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জুমা মোবারক اللّٰه عزوجل জুমা মোবারক

রমযানের দোয়া

যখন রমযানুল মোবারকের আগমন হতো, তখন রহমতে আলম ﷺ এ দোয়া পাঠ করতেন:

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِيْ مِنْ رَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِيْ وَسَلِّمْهُ مِنِّيْ -

হে আল্লাহ্ পাক! আমাকে রমযানুল মোবারকে নিরাপদে রাখো আর রমযানুল মোবারককে আমার জন্য নিরাপত্তা দানকারী বানাও এবং একে আমার উপর নিরাপত্তা সহকারে অতিবাহিত করো।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৮০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net